প্রথম আলো

তারিখ 12 MAR 2012
পৃ ২১ কলাম ৫

কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সংসদে প্রশ্নোত্তর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত করছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দ্রুত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জাতীয় সংসদে গতকাল রোববার নূর ই হাসনা লিলি চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা জানান। এর আগে বিকেল পাঁচটা ২০ মিনিটে স্পিকার আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

ওই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলসংক্রান্ত প্রবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। শিগগিরই তা চূড়ান্ত হবে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানসম্পর্কিত র‍্যাংকিং তৈরি করা যাবে। তিনি জানান, মানহীন, সার্টিফিকেট-সর্বস্ব দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও নৈরাজ্য বন্ধের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠিত হলে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত নয়, সেগুলোর বিরুদ্ধে প্রবিধানমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

সাধনা হালদারের প্রশ্নের জবাবে সমাজকল্যাণমন্ত্রী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ জানান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হাউস হোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার জরিপ-২০১০ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ৯ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ লোক প্রতিবন্ধী। আদমশুমারি-২০১১-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার বিবেচনায় মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা এক কোটি ২৯ লাখ আট হাজার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী।

মোহাম্মদ শাহ আলমের প্রশ্নের জবাবে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জানান, বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ১৬ হাজার ৩৪১টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকায় বর্তমান সরকারের আমলে চার হাজার ১৯০টি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল করা হয়।